তাং ... 11 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ৫ ...

সমকাল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিটে নতুন নীতিমালা হচ্ছে

সনদ জালিয়াতি ঠেকাতে সুপারিশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ করতে আগের পদ্ধতি থেকে সরে আসবে সরকার। নতুন নিয়ম অনুযায়ী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করবেন। এতে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত, একাডেমিক বছরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, জবাবদিহিতা, শিক্ষণ পদ্ধতিসহ বেশ কিছু জায়গা উন্নয়ন সম্ভব হবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গাইড লাইন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সনদ জালিয়াতি ঠেকাতে ১৭টি সুপারিশ করেছেন দেশের বিভিন্ন কলেজের প্রধানরা।

গতকাল বুধবার রাজধানীর 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি' (নায়েম) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'পেয়ার ইন্সপেকশন বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এসব সুপারিশ তুলে ধরেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর' (ডিআইএ) এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিআইএ পরিচালক প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া। সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তারা অংশ নেন।

কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ১৯৮১ সালে ৭ হাজার ৫০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সরকারের প্রায় আড়াইশ' কোটি টাকা ব্যয় হতো। বর্তমানে ৩৩ হাজার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ব্যয় হয় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। শিক্ষা বাজেটের অধিকাংশ টাকা পরিদর্শন খাতে চলে যাচ্ছে। এ টাকার সঠিক ব্যবহার হয় না।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, নায়েমের মহাপরিচালক প্রফেসর হামিদুল হক প্রমুখ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিআইএর উপপরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার।